তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

দৈনিক আমাদের সময়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে হয়ে উঠছে জঙ্গি আস্তানা

হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম ●
অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে জঙ্গিদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মোজাহেদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) বেশিরভাগ সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। হিযবুত তাহরীরের সদস্যরাও এখানে সক্রিয় রয়েছেন। এরই মধ্যে নতুন করে কাজ শুরু করেছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কী পরিমাণ ছাত্র জঙ্গি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট তার খোঁজ নিতে শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। তাই অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমা নিচ্ছে। গতকাল ছিল তালিকা নেওয়ার শেষ দিন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জেএমবির অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান রুট হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিয়ে দ্রুত তিন পার্বত্য জেলায় যাওয়া-আসা করা যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেখানে পুলিশের অভিযান চালাতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারি নেই। জেএমবি যেভাবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংগ্রহের কৌশল নেয়, সেটা এ অঞ্চলে কেবল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্ভব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হুদা আমাদের সময়কে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বলেন, আমাদের নিজস্ব কোনো গোয়েন্দা সংস্থা নেই। সেরকম গোয়েন্দা নজরদারির সুযোগও নেই। এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমরা শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের পড়াই। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা হচ্ছেন আমাদের সোর্স। আমরা সবাই যদি সজাগ থাকি তবেই এ ধরনের কার্যক্রম এখানে বন্ধ হতে পারে।

গতকাল অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া তালিকা নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখছে কর্তৃপক্ষ। এর কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকায় ইতিপূর্বে ছয় ছাত্রের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত বলে ধারণা করা হয়। তাই এবার একটু সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

গতকাল পর্যন্ত যেসব বিভাগ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমা দিয়েছে, তাদের মধ্যে আরবি বিভাগে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত আছেন। এই সংখ্যা ৪৯। তবে বিভাগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, তালিকা তৈরির পর অন্তত ২৫ শিক্ষার্থী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ফলে আমরা তাদের ব্যাপারে এক ধরনের নিশ্চিত হয়েছি। অন্যদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজানে বিদেশিদের হত্যার খবর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া ও জঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখা নুরুল ইসলাম ওরফে মারজান এই আরবি বিভাগেরই ছাত্র। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ জন প্রথম বর্ষে, ১৩ জন দ্বিতীয় বর্ষে, ১০ জন তৃতীয় বর্ষে, ১৬ জন চতুর্থ এবং বাকি ৫ জন মাস্টার্সে পড়েন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এককভাবে পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীরাই জেএমবির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট। এ বিভাগের ছাত্র শফিউল আলম ওরফে ফারাবি অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। শোলাকিয়ার ইমামকে খুন করার হুমকি দিয়ে প্রথম আলোচনায় আসেন তিনি। গত বছরের ৫ অক্টোবর গোয়েন্দা পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে পদার্থবিদ্যা বিভাগের তিন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। তারা হলেন– ফয়সাল মাহমুদ, শওকত রাসেল এবং নাইমুর রহমান। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ পাহাড়তলীর আমান বাজারে জেএমবির একটি ঘাঁটিতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে থাকতেন জেএমবির চট্টগ্রাম এলাকার সামরিক কমান্ডার রইসুল ইসলাম ওরফে ফারদিন। তিনিও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র। ফারদিন পুলিশের অভিযানের আগেই পালিয়ে যান। পরবর্তীতে বগুড়ায় বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহত হন তিনি।

গত ২৫ জুলাই নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ হিযবুত তাহরীরের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। তারাও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরই মধ্যে ফয়সাল বিন আজিজ ওরফে আদর (২৪) পরিসংখ্যান বিভাগের তৃতীয় বর্ষ, সুলতান মোহাম্মদ খান ওরফে বিদ্যুৎ (২৯) বিবিএ চতুর্থ বর্ষ এবং আরিফুল ইসলাম (২৪) ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

গত বছরের শুরুতে সোহান ইয়াসিন ইকবাল নামের হিযবুত তাহরীরের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাস করে একটি মোবাইল কোম্পানিতে চাকরি নেন।

গত ১৯ আগস্ট চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার ফরহাদ আহমেদ ওরফে রিপন (২৯) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে কর্ণফুলী ইপিজেডের একটি প্রতিষ্ঠানে 'এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট' হিসেবে চাকরি করছিলেন। পুলিশের দাবি, ফরহাদ আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সদস্য। এর আগে পুলিশ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য আবদুল হান্নানকে নগরীর কুলগাঁও আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। হান্নান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিটির কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন বলে পুলিশকে জানান। এবিটির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক মুসায়েব ইবনে ওমায়ের ওরফে পিকলু দাশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ফরহাদকে গ্রেপ্তার করে।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার নুরে আলম মিনা আমাদের সময়কে বলেন, জঙ্গি সংগঠনগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সে সঙ্গে ছাত্রশিবিরের কিছু উগ্রবাদী সদস্য জঙ্গি কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এখানেই একসময় ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম ছিল। তবে আমি নিশ্চিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিংবা কার্যক্রম নেই।